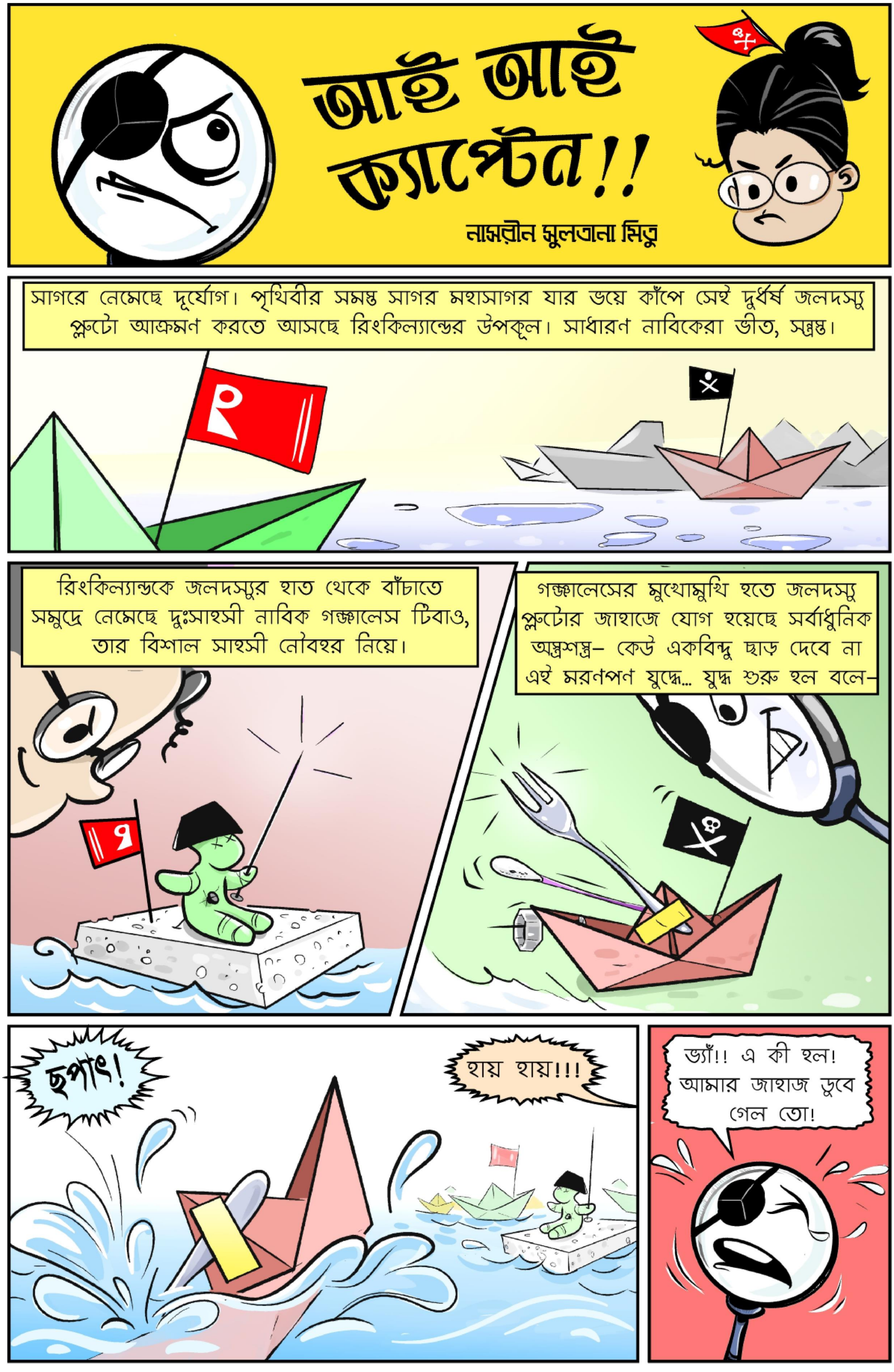
আই আই ক্যাপ্টেন!!
নাসরীন সুলতানা মিতু
সাগরে নেমেছে দুর্যোগ। পৃথিবীর সমস্ত সাগর মহাসাগর যার ভয়ে কাঁপে সেই দুর্ধর্ষ জলদস্যু প্লুটো আক্রমণ করতে আসছে রিংকিল্যান্ডের উপকূল। সাধারণ নাবিকেরা ভীত, সন্ত্রস্ত।
রিংকিল্যান্ডকে জলদস্যুর হাত থেকে বাঁচাতে সমুদ্রে নেমেছে দুঃসাহসী নাবিক গঞ্জালেস টিবাও, তার বিশাল সাহসী নৌবহর নিয়ে।
গঞ্জালেসের মুখোমুখি হতে জলদস্যু প্লুটোর জাহাজে যোগ হয়েছে সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র– কেউ একবিন্দু ছাড় দেবে না এই মরণপণ যুদ্ধে... যুদ্ধ শুরু হল বলে–
ছপাৎ!
হায় হায়!!!
ভ্যাঁ!! এ কী হল! আমার জাহাজ ডুবে গেল তো!

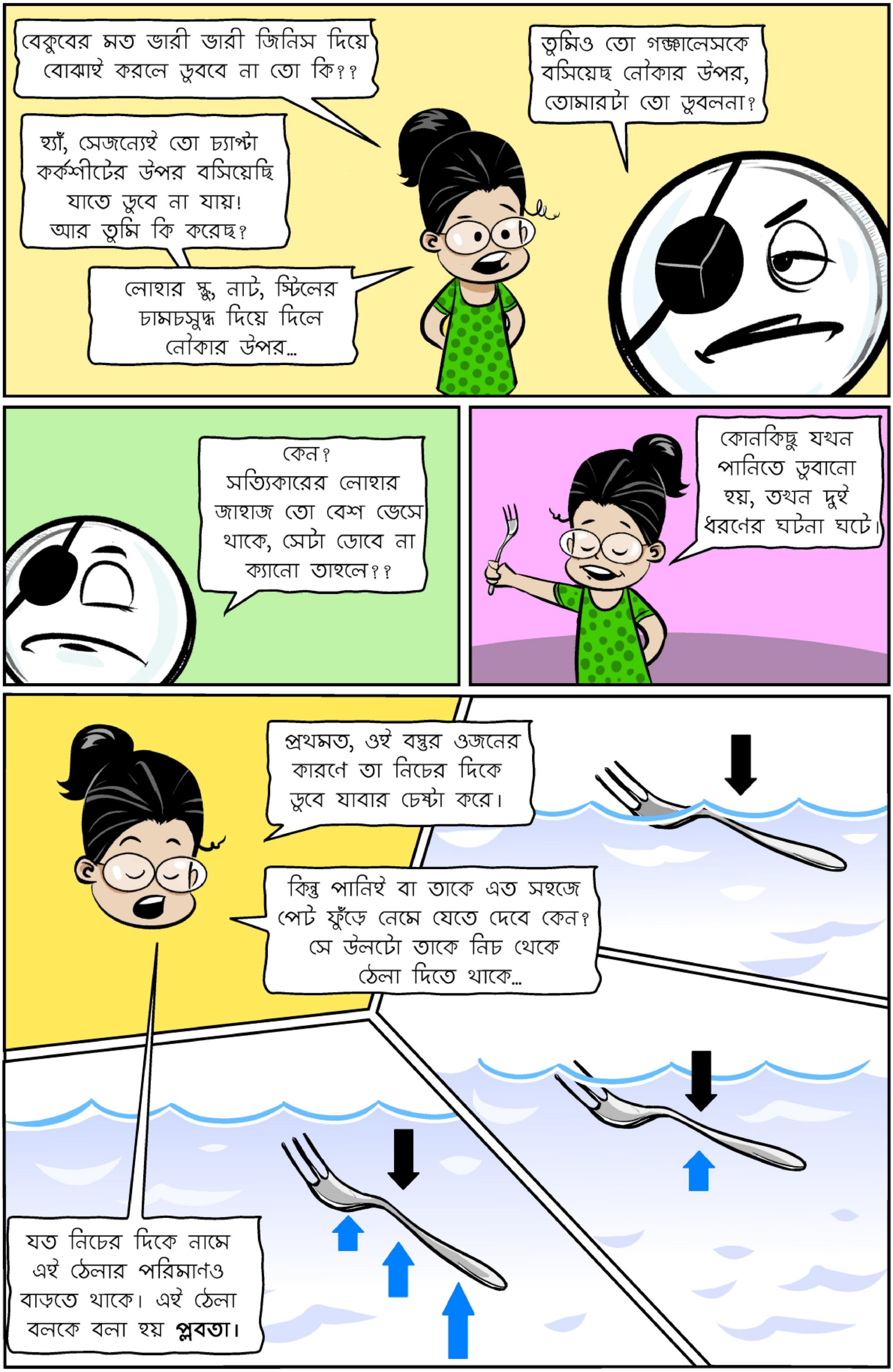
বেকুবের মত ভারী ভারী জিনিস দিয়ে বোঝাই করলে ডুববে না তো কি??
হ্যাঁ, সেজন্যেই তো চ্যাপ্টা কর্কশীটের উপর বসিয়েছি যাতে ডুবে না যায়! আর তুমি কি করেছ?
লোহার স্ক্রু, নাট, স্টিলের চামচসুদ্ধ দিয়ে দিলে নৌকার উপর...
তুমিও তো গঙ্গালেসকে বসিয়েছ নৌকার উপর, তোমারটা তো ডুবলনা?
কেন? সত্যিকারের লোহার জাহাজ তো বেশ ভেসে থাকে, সেটা ডোবে না ক্যানো তাহলে??
কোনকিছু যখন পানিতে ডুবানো হয়, তখন দুই ধরনের ঘটনা ঘটে।
প্রথমত, ওই বস্তুর ওজনের কারণে তা নিচের দিকে ডুবে যাবার চেষ্টা করে।
কিন্তু পানিই বা তাকে এত সহজে পেট ফুঁড়ে নেমে যেতে দেবে কেন? সে উলটো তাকে নিচ থেকে ঠেলা দিতে থাকে...
যত নিচের দিকে নামে এই ঠেলার পরিমাণও বাড়তে থাকে। এই ঠেলা বলকে বলা হয় **প্লবতা**।

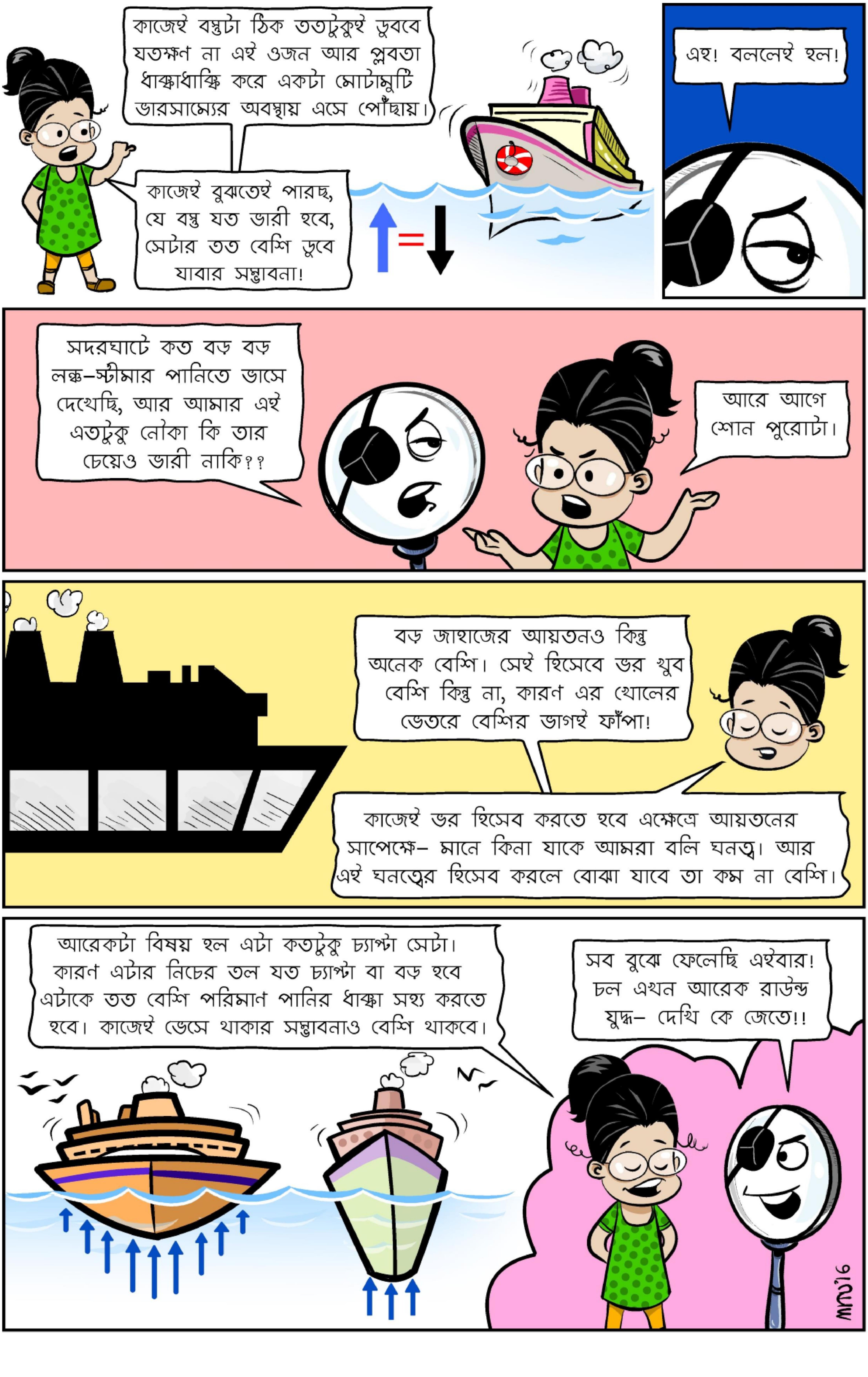
কাজেই বস্তুটা ঠিক ততটুকুই ডুববে যতক্ষণ না এই ওজন আর প্লবতা ধাক্কাধাক্কি করে একটা মোটামুটি ভারসাম্যের অবস্থায় এসে পৌঁছায়।
কাজেই বুঝতেই পারছ, যে বস্তু যত ভারী হবে, সেটার তত বেশি ডুবে যাবার সম্ভাবনা!
এহ! বললেই হল!
সদরঘাটে কত বড় বড় লঞ্চ-স্টীমার পানিতে ভাসে দেখেছি, আর আমার এই এতটুকু নৌকা কি তার চেয়েও ভারী নাকি??
আরে আগে শোন পুরোটা।
বড় জাহাজের আয়তনও কিন্তু অনেক বেশি। সেই হিসেবে ভর খুব বেশি কিন্তু না, কারণ এর খোলের ভেতরে বেশির ভাগই ফাঁপা!
কাজেই ভর হিসেব করতে হবে এক্ষেত্রে আয়তনের সাপেক্ষে- মানে কিনা যাকে আমরা বলি ঘনত্ব। আর এই ঘনত্বের হিসেব করলে বোঝা যাবে তা কম না বেশি।
আরেকটা বিষয় হল এটা কতটুকু চ্যাপ্টা সেটা। কারণ এটার নিচের তল যত চ্যাপ্টা বা বড় হবে এটাকে তত বেশি পরিমান পানির ধাক্কা সহ্য করতে হবে। কাজেই ভেসে থাকার সম্ভাবনাও বেশি থাকবে।
সব বুঝে ফেলেছি এইবার! চল এখন আরেক রাউন্ড যুদ্ধ- দেখি কে জেতে!!